পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

শাহিন আহমেদ

সূচনা: মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতুহল। তার এই সকল প্রশ্নের সমাধান আর অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে মানুষের সকল জ্ঞান জমা হয়ে রয়েছে বইয়ের ভেতর। অন্তহীন জ্ঞানের উৎস হলো বই, আর সেই বইয়ের আবাসস্থল হলো পাঠাগার। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে পাঠাগারের একেকটি তাকের ভেতর। পাঠাগার হলো সময়ের খেয়াঘাট, যার মাধ্যমে মানুষ সময়ের পাতায় ভ্রমণ করতে পারে। এই বইয়ের ভাণ্ডারে যেন সঞ্চিত হয়ে আছে মানব-সভ্যতার প্রতিটি হৃদস্পন্দন। প্রাচীন শিলালিপি থেকে আধুনিক লিপির গ্রন্থিক স্থান হলো পাঠাগার। একটি গ্রন্থাগার মানুষের জীবন পাল্টে দেবার জন্য যথেষ্ট। গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থাগার মানুষের মনের খোরাক জোগায়। গ্রন্থাগার হলো শ্রেষ্ঠ আত্মীয়–যার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বদাই ভালো থাকে।

পাঠাগারের ইতিহাস: পাঠাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। আজকের পৃথিবীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে যে-পাঠাগার তা প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই পাঠাগারের প্রচলন ছিল। তখন মানুষের জ্ঞান সংরক্ষিত হতো পাথর, পোড়ামাটি, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, ভূর্জপত্র বা চামড়ায়। আর এগুলো সংরক্ষণ করা হতো লেখকের নিজ বাড়িতে, মন্দির, উপাসনালয় বা রাজকীয় ভবনে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাকের বাগদাদ, দামেস্ক, প্রাচীন গ্রিস ও রোমে প্রাচীন পাঠাগারের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ৫,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। ভারতে প্রাচীনকালে পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। উপমহাদেশের তক্ষলীলা এবং নালন্দায় সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে উঠেছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসনামলে 'দারুল হকিমা' নামক গ্রন্থাগার ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে।

পাঠাগারের সুবিধা: জ্ঞানের যেমন সীমা নেই, তেমনি পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তারও কোনও সীমারেখা নেই। সমৃদ্ধ পাঠাগার যেন জ্ঞানের নীরব সমুদ্র। তৃষিত পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করাই পাঠাগারের উদ্দেশ্য। পাঠাগার হলো কালান্তরের সকল গ্রন্থের মহাসম্মেলন। যেখানে এক হয়ে গেছে অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান। সন্ধানী হৃদয় পাঠাগারে অতীত-বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতু রচনা করে। একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার, একটি জাতির উন্নতির সোপান। পাঠাগার নারী, পুরুষ, বয়সের কোনও বাধা রাখে নি। যেকেউ চাইলে এখানে এসে জ্ঞানের অতল সমুদ্রে অবগাহন করতে পারে। পাঠাগারের সারি সারি তাকে জমে আছে সহস্রাব্দের কথামালা।

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা: বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেমন খাবার দরকার, তেমনই

জীবনকে গতিময় করার জন্য দরকার জ্ঞান। কারণ জ্ঞান হলো মনের খোরাক বা খাবার। জ্ঞানের আধার হলো বই আর বইয়ের আবাসস্থল হলো পাঠাগার। প্রতিটা সমাজে যেমন উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল দরকার তেমনই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। পাঠাগার মানুষের বয়স, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করে থাকে। আর তাই সচেতন মানুষমাত্রই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পৃথিবীর যত মহান মনীষী আছেন তাঁদের সবাই জীবনের একটা বড় সময় পাঠাগারে কাটিয়েছেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিসহ সব ধরনের জ্ঞানের আধার হতে পারে একটি গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার একটি জাতির বিকাশ ও উন্নতির মানদণ্ড। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। আর তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পৃথিবীর বহু দেশ পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে তুলেছে অগণিত গ্রন্থাগার। শিক্ষার আলোবঞ্চিত কোনও জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি।

উপসংহার: পাঠাগার হলো মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর, সেই সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রকৃত উপকার ভোগ করা যায়। জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে রয়েছে পাঠাগার। একটি সমাজের রূপরেখা বদলে দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। মনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পাঠাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই শহরের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম-মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে আমরা খুব শীঘ্রই লাভ করতে পারি জ্ঞানী এক সমৃদ্ধ জাতি, যার জ্ঞানার্জনের অন্যতম পথ ছিল পাঠাগার।